উত্তরবঙ্গ সংবাদ

বৃহস্পতিবার ২০ অগ্রহায়ণ ১৪২৪ ■ ৩৮ বর্ষ ■ ১৯৮ সংখ্যা

নতুন অস্বস্তি

গুজরাটে ভোট কাল বাদে পরশু। বলা হচ্ছে, এবার ভোটে গুজরাটে শাসক ও বিরোধীদের জয়ের সম্ভাবনা 'ফিফটি ফিফটি।' দীর্ঘ বাইশ বছর পর ওই রাজ্যে এমন পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। বিরোধী কংগ্রেস যেমন দীর্ঘ বাইশ বছর পর ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখছে, তেমনি বিজেপি কিছুটা বিব্রত। তাদের সেই বিড়ম্বনাকে অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছেন যশোবন্ত। অটলবিহারী বাজপেয়ীর আমলে অর্থমন্ত্রী ছিলেন যশোবন্ত সিনহা। তিনি এখন বিজেপির মার্গদর্শক। আর খরাকবলিত মহারাষ্ট্রের বিদর্ভের তুলো ও সয়াবিন চাষিদের দুর্দশার শরিক হয়ে তাদের আন্দোলনে শামিল হওয়ায় আকোলায় গত সোমবার তাঁকেই আটক করেছে মহারাষ্ট্র পুলিশ। মহারাষ্ট্রে ক্ষমতায় বিজেপি-শিবসেনা সরকার। এ সরকারের পুলিশ সোমবার বিজেপির মার্গদর্শক যশোবন্ত সিনহাকে আটক করলে বিরোধীরা তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন। প্রশ্ন তুলেছেন, কেন তাঁকে আটক করা হল ? পোকার আক্রমণে নষ্ট হওয়া ফসলের ক্ষতিপূরণ চেয়ে তুলো ও সয়াবিন চাষিরা মিছিল করছিল, বিক্ষোভ দেখাচ্ছিল। যশোবন্তের অভিযোগ, মহারাষ্ট্র সরকার কৃষকদের ন্যায্য দাবি উপেক্ষা করছে। সোমবার রাতেই অবশ্য তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি থানা চত্বরেই ধরনায় বসে যান। যশোবন্তকে আটকের ঘটনায় বিরোধীদের পাশাপাশি জেডিইউ-ও প্রতিবাদ জানিয়েছে। এতে বিজেপির বিড়ম্বনা বেড়েছে বলা যায়। গুজরাটে প্রচারে গিয়ে কংগ্রেসের হবু সভাপতি রাহুল গান্ধি এই সুযোগে অভিযোগ তুলেছেন, শিল্পপতিদের মোদি ছাড় দেন, কৃষকদের দেন না। অর্থাৎ মোদির গরিব ও কৃষকবন্ধু হওয়ার প্রয়াসে ধাক্কা দেওয়া হল। গুজরাট মোদির রাজ্য। মোদি দিল্লিতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার আগে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। এবারও গুজরাটে দলের প্রচারে প্রধান মুখ মোদি। কাজেই সব আক্রমণের লক্ষ্যস্থল যে তিনিই হবেন এ আর নতুন কী। বিরোধীদের হাতে এবার নানা অস্ত্র। নোটবন্দি, জিএসটি, কর্মসংস্থান, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, দুর্নীতির নানা অভিযোগ নিয়ে গুজরাটে প্রচারে সাড়া ফেলতে চেষ্টা করেছে বিরোধীরা, সে চেষ্টা ব্যর্থও হয়নি। ফলে বিজেপি পরিস্থিতি অনুকূল মনে করছে না। বিজেপি সভাপতি এটা কবুল করেছেন যে, গুজরাটে চ্যালেঞ্জ রয়েছে। তবে তিনি এও বলেছেন, তাঁরা দেড়শো আসনেই জয়ী হবেন। কী করে ? দেখা যাচ্ছে পরিস্থিতি প্রতিকূল ভেবে বিজেপি আবার রাম রাজনীতিকেই হাতিয়ার করেছে। মন্দির ইশ্যুতেই আশ্রয় নিয়েছে। বিজেপির মন্দির রাজনীতির বয়স কম হল না। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পঁচিশতম বার্ষিকী ছিল বুধবার। এতগুলো বছর পেরিয়েও বিজেপির কাছে শেষ অস্ত্র ওই মন্দির। ইতিমধ্যে বছরের পর বছর গড়িয়েছে, দেশে নানা ঘটনা ঘটে গিয়েছে। কিন্তু বিজেপি ওই ইশ্যু থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি তাদের সুফল দিয়েছে, তাই তা ছাড়ার প্রশ্নও ওঠে না। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছে, আগামী বছর অক্টোবরেই রামমন্দির তৈরির কাজ শুরু হবে। এই ঘোষণা গুজরাটে কি প্রভাব ফেলবে ? গত মঙ্গলবার সুপ্রিমকোর্টে রাম জন্মভূমি-বাবরি মসজিদের বিতর্কিত জমি নিয়ে মামলার শুনানি হওয়ার কথা ছিল। সেই শুনানি পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এই শুনানি হয়তো কাজে লাগাতে পারত বিজেপি গুজরাটের ভোটে। তা আর হল না। তবে রামমন্দির নিয়ে প্রচারে ঝাঁপিয়েছে বিজেপি। মেরুকরণের রাজনীতি সাফল্য এনে দেবে ভাবলেও যশোবন্ত নতুন অস্বস্তি তৈরি করলেন। বিরোধীরা বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পঁচিশ বছরে সংহতির কথা বলেছেন, ধর্মনিরপেক্ষতার কথা তুলেছেন। এমন পরিস্থিতিতে মন্দির রাজনীতিকে অস্ত্র করে গুজরাটে শাসক বিজেপি কতটা সাফল্য হাসিল করতে পারে, তাই এখন দেখার।

অমৃতধারা

যদি ক্ষুধার্তকে অন্ন দেওয়া হয় তাহলে তখনকার মতো তার ক্ষুধার নিবৃত্তি হল ঠিকই, কিন্তু পরে তার আবার ক্ষুধা লাগবে। রোগীকে ঔষধ এবং পথ্য দিয়ে সারিয়ে তুললেও পুনরায় তার রোগ হবে। এরা সবাই মরণশীল অতএব অস্থায়ী। তাই ক্ষুধার স্থায়ী নিবৃত্তি হয় না এবং স্থায়ী নিরাময় সম্ভব নয়। তাছাড়া ক্ষুধা বা রোগ হয় কার ? ক্ষুধা বা রোগ দেহের হয়, দেহীর নয়। দেহ অনিত্য, দেহী নিত্য। একারণে অনিত্য কখনও নিত্যের সেবা করতে পারে না। অনেকে বলেন দরিদ্রনারায়ণ সেবা। তাহলে ধনীনারায়ণ সেবা নয় কেন ? নারায়ণ কি কেবল দরিদ্রের মধ্যে আছেন, ধনীর মধ্যে নেই ? আসলে দরিদ্রকে সেবা করার সুযোগ আছে, ধনীকে নেই। সারা বিশ্বে সকল সম্প্রদায়ের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি ধর্মের নামে কেবল কিছু সংস্কারমূলক ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান বা স্থূল কর্ম নিয়েই ব্যস্ত। আত্মসাধন থেকে অনেক দূরে আছে। তাই তারা নিজেরা পার্থিব সেবামূলক কাজে ব্যস্ত এবং অপরকেও এই শিক্ষা দিয়ে থাকে। কাউকে কিছু সেবা করতে গেলে, তা সে অন্নই হোক আর ঔষধই হোক, এসবই পার্থিব বস্তুর দ্বারা সেবা করতে হয়। ঈশ্বর অপার্থিব, কাজেই পার্থিব বস্তুর দ্বারা তাঁর সেবা কখনই সম্ভব নয়। সেবা করতে গেলে পার্থিব বস্তুর প্রয়োজন হয়, কিন্তু ঈশ্বর কোনো বস্তু নয়। অতএব কোনো বস্তুর দ্বারা ঈশ্বর সেবা সম্ভব নয়। আবার সেবা করতে গেলেই দুই হল, ঈশ্বর এক। দুই কখনও একের সেবা করতে পারে না। কারণ দুইয়ের ভিতর সর্বদা একই বর্তমান, এক ছাড়া দুইয়ের অস্তিত্ব নেই। তাই এককে বাদ দিয়ে দুইয়ের কল্পনা যেমন অলীক তেমনি দুইয়ের মাধ্যমে একের সেবাও অলীক। দুই হলেই দ্বন্দ্ব, ঈশ্বর দ্বন্দ্বাতীত। অতএব দ্বন্দ্বের দ্বারা দ্বন্দ্বাতীতের সেবা সম্ভব নয়।

-শ্রী অশোককুমার চট্টোপাধ্যায়

শব্দরঙ্গ ■ ১৮৬৪

পাশাপাশি : ১। আড্ডা বা কৌতূহলী মানুষের ভিড় ৩। অমত বা রাজি না হওয়া ৪। ধর্ম বিশ্বাস বা বিবেক ৫। আরম্ভ বা সূচনা ৭। শ্রবণ প্রতিবন্ধী ১০। ধুলো ও নরম মাটি ভিজে যা হয় ১২। যাঁর নামের স্মৃতিসৌধ পৃথিবী বিখ্যাত ১৪। যখন কিছু ঘটে ১৫। আম পেড়ে খাওয়ার আগে যা তেড়ে আসে ১৬। হাফ প্যান্ট বা এক ধরনের শর্টস।

উপর-নীচ : ১। বিজয়ীর কপালে আঁকা তিলক ২। মানুষের সারি বা কবিতার পঙক্তি ৩। শকুন্তলার সখী ৬। জুতো অথবা চটি ৮। খেলার জিনিস, সুতো দিয়ে ঘোরাতে হয় ৯। গ্রিনরুম বা প্রসাধন কক্ষ ১১। ছড়ায় যে নদী ধেয়ে আসে ১৩। বোনের স্বামী।

সমাধান ■ ১৮৬৩

পাশাপাশি : ২। বায়নাক্কা ৫। নিদাঘ ৬। বরকন্দাজ ৮। তাড়ি ৯। পোনা ১১। চালকুমড়ো ১৩। সরমা ১৪। ঘরকন্না।

উপর-নীচ : ১। ছিনিমিনি ২। বাঘ ৩। নাটের ৪। বরজ ৬। বড়ি ৭। কল্পনা ৮। তামাকু ৯। পোড়া ১০। মার্কামারা ১১। চাগানো ১২। মঞ্জুর ১৩। সন্না।

ত্রিপুরায় ক্ষমতা দখলে আগ্রাসী ভূমিকায় বিজেপি

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরা নজর কাড়ছে। ওই রাজ্যে টানা পাঁচবারের জয়ী বাম সরকারের শাসন হটিয়ে ক্ষমতা দখল করতে চায় বিজেপি। লিখেছেন **সুস্মিতা রায়**।

আচমকাই যেন সারা দেশের নজর কেড়েছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরা। একটানা পাঁচবারের জয়ী সিপিএম নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকারের শাসন হটিয়ে সেখানে ক্ষমতা দখল করতে চায় একাধিক বিরোধী রাজনৈতিক দল। এর মধ্যে প্রত্যাশিতভাবেই অগ্রণী ও আগ্রাসী ভূমিকা নিয়েছে কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন বিজেপি। পশ্চিমবঙ্গের শাসক তৃণমূল কংগ্রেস এর আগে ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনে 'লাল হটাও' কর্মসূচি নেওয়ার কথা ভাবলেও আপাতত এই বিষয়ে বিজেপির মতো সক্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি। এর একটি কারণ অবশ্যই সদ্য তৃণমূল কংগ্রেসত্যাগী, দলের প্রাক্তন সাংসদ মুকুল রায়। যাঁর অতি সক্রিয়তায় ত্রিপুরায় বিরোধী কংগ্রেস বিধায়কদের অনেকে টিএমসিতে যোগ দিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি সংবলিত হোর্ডিং সহ দলের কার্যালয়ও খোলা হয়েছিল রাজধানী আগরতলায়। দলত্যাগী কংগ্রেস বিধায়করা কলকাতা এসে দলের নেতা-নেত্রীদের সঙ্গে দেখাও করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের মতো ত্রিপুরাতেও একটানা পাঁচবারের জয়ী বামফ্রন্ট শাসন হটিয়ে মসনদ দখলের স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু কোনো এক অজ্ঞাত কারণে ফের দলবদল করেন তাঁরা। কংগ্রেস থেকে তৃণমূল কংগ্রেস হয়ে আপাতত তাঁরা গেরুয়া শিবিরে যোগ দিয়েছেন এবং কংগ্রেস ও বামফ্রন্ট বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিকে একজোট করে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের রণাঙ্গনে নামার প্রস্তুতিও শুরু করেছেন।

এই রাজ্যের শাসকও অবশ্য একদম চুপ আছে বলা যায় না। ত্রিপুরার দায়িত্বপ্রাপ্ত টিএমসি বিধায়ক তথা বিধাননগর পুরনিগমের মেয়র সব্যসাচী দত্ত সম্প্রতি ওই রাজ্যে গিয়েছিলেন। অতি সম্প্রতি পুলিশের গুলিতে নিহত সাংবাদিক সুদীপ দত্তভৌমিকের বাড়িতে তাঁর শোকার্ত পরিবারের সঙ্গে তিনি দেখা করেন। প্রয়াত সাংবাদিকের তরুণ পুত্রকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সরকারি চাকরি দিতে চায় বলে মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে জানানো হয়। আপাতদৃষ্টিতে সহমর্মিতা ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া হলেও এর নেপথ্যের রাজনৈতিক কৌশলও চোখ এড়ায় না।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ছোট্ট এই রাজ্যটিতে ক্ষমতা দখলের জন্য বিজেপি ও অন্য দলগুলির এত আগ্রহ কেন ? তার অনেক কারণ আছে। সারা দেশে বামপন্থী দলগুলির ক্ষয়িষ্ণু পরিস্থিতির মধ্যে ছোট্ট এই রাজ্যটি দীর্ঘদিন রক্তপতাকা বহন করে আসছে। পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের রাজ্যপাট শেষ হওয়ার পর তাদের ক্ষমতায় ফেরার আশা আপাতত দূরঅস্ত। দক্ষিণের রাজ্য কেরল এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ত্রিপুরাই আপাতত সম্বল তাদের। কেরলে প্রধান বিরোধী কংগ্রেসের সঙ্গে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করে গত বছর ফের ক্ষমতায় এসেছে সিপিএম নেতৃত্বাধীন বাম গণতান্ত্রিক জোট। কিন্তু ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরা এখন নানা সমস্যায় জর্জরিত। বামপন্থীদের উৎখাত করতে এখন তাই এই রাজ্যকেই নিশানা করেছে বিজেপি। এমনিতেই আগামী বছর উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আরও তিন ছোটো রাজ্য মিজোরাম, নাগাল্যান্ড ও মেঘালয়ে বিধানসভা নির্বাচন। ভোট হবে কংগ্রেস শাসিত কর্ণাটকেও, যে রাজ্যের দখল নিতেও মরিয়া গেরুয়া শিবির। নাগাল্যান্ড ছাড়া মেঘালয় ও মিজোরামে এখনও তাদের প্রধান বিরোধী কংগ্রেস ক্ষমতাসীন। উত্তর-পূর্বের বড়ো রাজ্য অসমে গত বিধানসভা নির্বাচনে প্রথম বড়ো জয় পেয়েছে বিজেপি। ছোট্ট রাজ্য হলেও আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ত্রিপুরা, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ডকেও নিশানা করেছে তারা। উদ্দেশ্য সারা দেশের সিংহভাগ রাজ্যে গৈরিক পতাকা উড্ডীন করা। এর পরের বছর ২০১৯-এ হবে গুরুত্বপূর্ণ লোকসভা নির্বাচন। বিজেপি শাসিত রাজস্থান, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র ছাড়া ভোট হবে সিকিম, ওড়িশা, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, অরুণাচল প্রদেশেও। কংগ্রেসের সহসভাপতি রাহুল গান্ধি যেভাবে তেড়েফুঁড়ে চলতি বছরের নির্বাচনগুলিতে প্রচারে নেমেছেন, এতে কিছুটা হলেও উদ্বেগের চোরাস্রোত বইছে গেরুয়া শিবিরের অন্দরে। তাই আগামী বছরের ভোটমুখী রাজ্যগুলিকে কোনোভাবেই লঘুভাবে দেখছে না তারা। তবে এর মধ্যে এখন থেকেই নজর কাড়ছে ত্রিপুরা। আদিবাসী, উপজাতি অধ্যুষিত ত্রিপুরায় বঙ্গভাষীর সংখ্যা কম নয়। রাজ্যের দীর্ঘদিনের মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের সহজসরল জীবনযাত্রা, সততা সারা দেশেই সুবিদিত। বড়ো কোনো দুর্নীতির কলঙ্কও লাগেনি এই রাজ্যের প্রশাসনে। রাজনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর হলেও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মর্যাদা রেখে প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তাঁর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎও করেছিলেন তিনি, নিজের রাজ্যে একাধিক উন্নয়নমূলক কাজে কেন্দ্রের সঙ্গে পারস্পারিক সহযোগিতাও করছেন তিনি। কিন্তু নির্বাচনমুখী এই রাজ্যে বিজেপি ও তার শাখা-প্রশাখাগুলি যেভাবে আগ্রাসী ভূমিকা নিয়েছে, এতে চাপে রাজ্য সরকার। বিশেষত, মাত্র দু-মাসের ব্যবধানে দুই সাংবাদিকের হত্যাকাণ্ড নিঃসন্দেহে সরকারের পক্ষে বড়ো ধাক্কা। মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগের অভাব রাজ্যে সার্বিক উন্নয়নের পক্ষে বড়ো অন্তরায়। কৃষিপ্রধান এই রাজ্য অবশ্য স্বনির্ভর ও উন্নয়নের লক্ষ্যে অবিরাম প্রয়াস চালাচ্ছে। কৃষির পরেই রাজ্যবাসীর প্রধান জীবিকা খুচরো ব্যবসা (২৮.২১ শতাংশ)। এছাড়া উৎপাদন, সরকারি প্রশাসন ও শিক্ষাক্ষেত্রে যুক্ত মানুষের সংখ্যা যথাক্রমে ১৮.৬০ শতাংশ, ১৪.৫৪ শতাংশ ও ১৪-৪০ শতাংশ। ২০০৫ সালে এই অর্থনৈতিক সমীক্ষা হয়। কৃষি ত্রিপুরাবাসীর মূল জীবিকা হলেও পাহাড়ি রাজ্য হওয়ায় চাষের জমি মাত্র ২৭ শতাংশ। এরই মধ্যে উপজাতিরা ঝুমচাষ করে অনেক কিছুই ফলন করেন। মৎস্য ও ডেয়ারি শিল্পের প্রভূত সম্ভাবনা থাকায় দু-বছর আগে নামি এক সংস্থার সঙ্গে চুক্তি করেছে রাজ্য সরকার। শিল্পায়নে অনেকটাই পিছিয়ে আছে ত্রিপুরা। যদিও রাজ্যের কুটিরশিল্প সারা দেশে সমাদৃত। প্রাকৃতিক গ্যাসসমৃদ্ধ এই রাজ্য। এগিয়েছে শিল্পক্ষেত্রও। প্রতিবেশী বাংলাদেশের সঙ্গে নিবিড় বাণিজ্য সম্পর্ক থাকলেও রপ্তানির তুলনায় ওই দেশ থেকে আমদানির পরিমাণই বেশি। তবে পর্যটন শিল্পে ক্রমেই এগিয়ে চলেছে ত্রিপুরা। যদিও উপযুক্ত পরিকাঠামো, শিল্পায়ন, যোগাযোগের অভাবে রাজ্যকে প্রত্যাশিত উন্নয়ন দিতে পারেনি বাম শাসক এবং এই অনুন্নয়ন, দারিদ্র্যকে পুঁজি করেই নির্বাচনি যুদ্ধে ঝাঁপাতে চলেছে বিজেপি।

২০০১ সালে রাজ্য সরকারের নিজের হিসাবেই বলা হয়েছে গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের ৫৫ শতাংশ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করেন। এমন এক দারিদ্র্যপীড়িত, ভৌগোলিকভাবে বিপন্ন রাজ্যকে সুখ ও উন্নয়নের স্বপ্ন ফিরি করা যে খুবই সহজ তা বিজেপির মতো ঝানু রাজনৈতিক দল মাত্রই জানে। রাজধানী আগরতলার ১২ কিমি দূরের বিমানবন্দরটি কিন্তু সদাব্যস্ত। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে গুয়াহাটির পরেই এটি হল দ্বিতীয় ব্যস্ত বিমানবন্দর। সীমান্ত রাজ্য হওয়ায় অবিরাম নজরদারি আছে কেন্দ্রীয় সরকারেরও। সম্প্রতি একের পর এক আইনশৃঙ্খলাজনিত সমস্যায় উদ্‌বিগ্ন রাজ্য। বিশেষত, ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের চার কর্মীর অপহরণের ঘটনায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে। এক দশক আগে এই ধরনের ঘটনা প্রায় নিয়মিত ছিল। দু-মাসের ব্যবধানে দুই সাংবাদিক হত্যার ঘটনাও মুখ পুড়িয়েছে সরকারের। এইসব কিছু নিয়ে ক্ষমতাসীন সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনার তির ছুড়ছে কেন্দ্রের শাসক বিজেপি। দুই সাংবাদিক শান্তনু ভৌমিক, তাঁর গাড়ির চালক জীবন দেবনাথ ও সাংবাদিক সুদীপ দত্তভৌমিক হত্যায় তাঁদের পরিবারপিছু ১০ লক্ষ টাকা সহায়তার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। কিন্তু আমজনতার আতঙ্ক ও ক্ষোভ ক্রমবর্ধমান। অলিম্পিকে দীপা কর্মকারের ব্যতিক্রমী সাফল্য রাজ্যের মুখ যত উজ্জ্বল করেছিল, একের পর এক আইনশৃঙ্খলাজনিত সমস্যা ক্রমেই তা কেড়ে নিচ্ছে। বিজেপি তথা বিরোধীদের দাবি, সরকার বদল হলে এইসব সমস্যা মিটবে। যদিও বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশে এর বিপরীত ছবিই দেখছে সারা দেশ। আইনশৃঙ্খলা, আর্থিক, সামাজিক ইত্যাদি সমস্যা সারা দেশেই কমবেশি বিদ্যমান, তাই শুধু ত্রিপুরাকে নিশানা করে যে অসম যুদ্ধে নামতে চলেছে কেন্দ্রের শাসকদল, এতে বামপন্থী সরকারের উদ্‌বেগের পারদ ঊর্ধ্বমুখী হওয়াই স্বাভাবিক। এই সময়ে জরুরি উপযুক্ত প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ। রাজ্যে এখন অবধি কংগ্রেসই তাঁদের মূল বিরোধী শক্তি। পশ্চিমবঙ্গের দুই দল কাছাকাছি হলেও ত্রিপুরায় এখনও সিপিএম-কংগ্রেস শত্রুভাবাপন্নই। এর মাঝে ঝাঁপিয়েছে বিজেপি। একটানা কোনো দল দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকা সুস্থ গণতন্ত্রের লক্ষণ নয় বলে অনেকে মনে করেন। যদিও এই বিষয়ে সিদ্ধান্তের ভার সংশ্লিষ্ট রাজ্যের ভোটদাতাদের ওপর ছেড়ে দেওয়াই উচিত।

আগামী বছর ফেব্রুয়ারির মধ্যে ত্রিপুরার বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার কথা। উত্তর-পূর্বের ছোটো এই রাজ্যের ক্ষমতা দখলে রাখতে মরিয়া সিপিএম-ও। নতুন বছরে দীর্ঘদিন রক্তপতাকাবাহী ত্রিপুরার রাজনৈতিক রং বদল হবে কিনা সময়ই তা বলবে। তবে কেন্দ্রের শাসকদলের আগ্রাসী ভূমিকা ক্ষমতাসীন সিপিএম-কে যে বড়ো চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

> আগামী বছর ফেব্রুয়ারির মধ্যে ত্রিপুরায় বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার কথা। উত্তর-পূর্বের ছোটো এই রাজ্যের ক্ষমতা দখলে মরিয়া বিজেপি। নতুন বছরে দীর্ঘদিন রক্তপতাকাবাহী ত্রিপুরার রাজনৈতিক রং কি বদলাবে ?

জনমত

চরতোর্ষা নদীর ওপর স্থায়ী সেতু জরুরি

নদী পারাপারের জন্য আমাদের সকলের ভরসা হল সেতু। আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা- সোনাপুর ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের মধ্যবর্তী বালুরঘাটের চরতোর্ষা নদীর ওপর স্থায়ী সেতু না থাকায় দুর্ভোগে পড়েছেন অসংখ্য নিত্যযাত্রী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ৮ আগস্ট থেকে ১০ আগস্ট পর্যন্ত সংঘটিত টানা তিনদিনের প্রবল বন্যায় জলের তোড়ে চরতোর্ষা নদীর ওপর নির্মিত কাঠের সেতুটি পুরোপুরি ভেঙে গিয়েছে। এর ফলে চলাচলের ক্ষেত্রে মারাত্মক রকম বিপাকে পড়েছেন হাজার হাজার নিত্যযাত্রী।

আলিপুরদুয়ার থেকে ফালাকাটা কিংবা জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ি যেতে হলে যাত্রীদের একমাত্র চলাচলের অবলম্বন এই রাস্তাটিই। প্রশাসনের তরফে এই সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে একমাস নৌকো দিয়ে যাত্রী পারাপারের ব্যবস্থাও করা হয়। পাশাপাশি, ভাঙা কাঠের সেতুটির ধারেকাছেই কংক্রিটের রিং, বালি ভরতি বস্তা এবং বালি-পাথরের সমন্বয়ে একটি অ্যাপ্রোচ গ্রাভেল পুল তৈরি করেও যাত্রী পারাপারের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। বালি-পাথরের সমন্বয়ে অ্যাপ্রোচ পুল তৈরি করায় পুলটির সর্বত্রই বর্তমানে বন্ধুরতা বিরাজ করছে। শুধু তাই নয়, এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটির ওপর অবিরাম যানবাহনের মাত্রাতিরিক্ত চাপ থাকার ফলে পুলটির সার্বিক এলাকাজুড়ে এক ধুলোবালিময় পরিবেশের সৃষ্টি হচ্ছে। এলাকায় গেলেই চোখে পড়বে, অ্যাপ্রোচ ওই পুলটির ওপর দিয়ে কোনো গাড়ি পারাপার হলেই একটা ধুলোর ধূমজাল তৈরি হচ্ছে। স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার দিক থেকে লক্ষ করলেও পুলটির ওপর দিয়ে যাতায়াত যেন দিনকে দিন সমস্যাপূর্ণ হচ্ছে।

এদিকে, পাঁচমাস অতিক্রান্ত হতে চললেও ভাঙা সেতুটির মেরামতের জন্য জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের কোনো হেলদোল নজরে পড়ছে না। আবার শোনা যাচ্ছে, এই সেতুর ওপর দিয়েই নাকি ইস্ট-ওয়েস্ট করিডরের কাজ হবে বলে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ এশিয়ান ফোরলেন কর্তৃপক্ষের ওপর এর মেরামতির দায়িত্ব সঁপে দিয়েছে। উভয় কর্তৃপক্ষের এহেন টালবাহানাতেই সেতু মেরামতির কাজ কার্যত আটকে। দায় যার ঘাড়েই থাকুক না কেন, পথচলতি হাজার হাজার নিত্যযাত্রী এই নরকযন্ত্রণা ও ধুলোযন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পেতে চরতোর্ষা নদীর ওপর শীঘ্রই একটি স্থায়ী সেতু চান।

নয়ন রায়
দক্ষিণ সোনাপুর, আলিপুরদুয়ার।

মিড-ডে মিলে বরাদ্দ বাড়ুক

মিড-ডে মিলের রাঁধুনিদের হোটেল ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত করে তোলার নির্দেশ জারি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। যার সময়সীমা ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এটি একটি শুভ পদক্ষেপ বলা যায়। তবে মিড-ডে মিলের জন্য বর্তমানে যা বরাদ্দ তা হল, প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত খাবারের ক্ষেত্রে মাথাপিছু ৪ টাকা ১৩ পয়সা এবং ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ৬ টাকা ১৮ পয়সা। এর মধ্যে চাল, ডাল, তেল, নুন, এমনকি জ্বালানি পর্যন্ত রয়েছে। কাজেই মিড-ডে মিলের ছাত্রছাত্রী পিছু আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি করা দরকার। নইলে শুধুমাত্র রাঁধুনিদের প্রশিক্ষণ দিয়ে কতখানি সুফল পাওয়া যাবে বলা মুশকিল। এছাড়া রাঁধুনিদের ভাতার পরিমাণ ও ভদ্রস্থ হওয়া প্রয়োজন।

আশিস সিনহা
দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি।

২.

হোটেল ম্যানেজমেন্টের প্রশিক্ষণ দানের কি খুব প্রয়োজন ? রাঁধুনিরা নিজেদের কাজটা সততার সঙ্গে করেন না বলে অভিযোগ পাই। ছাত্রছাত্রীদের বরাদ্দ হাপিস হয়। মিড-ডে মিলে গলদ তো অন্যখানে।

সুন্দর কর
অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

এ কেমন স্কুল ! লজ্জায় মাথা হেঁট

একটি ঘটনা আমাদের সকলের সামনে মেলে ধরল কয়েকটি প্রশ্নচিহ্ন। ধরা পড়ে গেল মানুষের ভিতরে লুকিয়ে থাকা অন্য একটি চরিত্র। প্রমাণ হয়ে গেল, সাধারণ মানুষের জীবন চলছে অদ্ভুত নিরাপত্তাহীনতার মধ্য দিয়ে। কলকাতার এক অভিজাত বেসরকারি স্কুলের চার বছর বয়সি ছাত্রীর উপর ওই স্কুলেরই দুই শিক্ষক নারকীয় যৌন নির্যাতন করে বলে অভিযোগ। চকোলেটের লোভ দেখিয়ে একটি ফুলের মতো কোমল নিষ্পাপ শিশুকে তারা নিয়ে যায় শৌচাগারে। তারপর ঘটে সেই ভয়াবহ পৈশাচিক ঘটনা। যার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিতে কলমও অপারগ। শুধু তাই নয়, দুই অভিযুক্তকে আড়াল করতে আসরে নেমেছে সেই স্কুল কর্তৃপক্ষ। জানিয়ে দিয়েছে, ওই শিশুটি সঠিক কথা বলছে না। এই ভয়ংকর মিথ্যার দায় কে নেবে ? মাত্র চার বছর বয়সি শিশুটি এই সমাজের জটিলতা যাকে স্পর্শ করেনি, যে শিশুটির হেসে খেলে বেড়ানোর কথা সে আজ ক্ষতের যন্ত্রণায় অস্থির। এই শিশুটির মনে ক্ষত কি নিরাময় হবে ? তিক্ততা আর ঘৃণা নিয়ে আদৌ কি শিশুটি প্রস্ফুটিত হবে ? হায় রে ! অপমৃত্যু ঘটে গেল এক শৈশবের। এই বর্বরোচিত ঘটনার নিন্দার ভাষা নেই। একজন শিক্ষক হিসেবে নিজেরই মাথা লজ্জায় হেঁট হয়ে যায়। এ কোন সমাজে বাস করছি আমরা ? শিক্ষাঙ্গনের মতো একটি পবিত্র স্থানেও আমাদের শিশুরা নিরাপদ নয়। স্কুল হবে ছাত্রছাত্রীদের দ্বিতীয় বাড়ি। শিক্ষক-শিক্ষিকারা হলেন দ্বিতীয় মা-বাবা। কিন্তু শিক্ষকরা যখন যৌন নির্যাতনের মতো নিন্দনীয় ঘটনায় জড়িয়ে পড়েন তখন বিপন্নতা দেখা দেয়। শিক্ষকতার মতো একটি মহান পেশায় যুক্ত এমন পিশাচ প্রবৃত্তির মানুষদের আমি ধিক্কার জানাই। ওই দুই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ প্রমাণিত হলে অবিলম্বে তাদের কঠোরতম শাস্তি হোক। ঘটনাটি ঘটেছে বড়ো শহরে। অভিজাত স্কুলে। মিডিয়ার ফোকাস এসেছে বলে মানুষ জানতে পারছে। কিন্তু যেখানে মিডিয়া পৌঁছোতে পারে না সেইসব স্কুলে এমন ঘটনা ঘটছে না সেই ভরসা কোথায় ? এইভাবে তো নীরবে নিভৃতে খুন হয়ে যাচ্ছে শতশত শৈশব। মনে হয় নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে আরও প্রশাসনিক তৎপরতা প্রয়োজন। তবেই এই ধরনের ঘটনা রোধ করা যাবে। আর যেন বিপন্ন না হয় কোনো শিশুর শৈশব।

অচিন্ত্য সরকার
মহারাজ কলোনি, দেবীনগর, রায়গঞ্জ।

শিশুদের জন্য গল্পের আসর

শিশুদের গঠনমূলক গল্প শোনানো একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। হলদিবাড়ি সুসংহত শিশুবিকাশ প্রকল্পের উদ্যোগে 'শিশুআলয়ে' গল্পের আসর নামে একটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেখানে স্বেচ্ছায় বিনা পারিশ্রমিকে নিয়মিত শিশুদের গঠনমূলক গল্পের মাধ্যমে আনন্দ প্রদান করবেন বয়স্করা। প্রশংসাযোগ্য এই পরিকল্পনাটি আমার অভিজ্ঞতাকে নাড়া দিয়েছে। তাই এ প্রসঙ্গে বলতেই হচ্ছে, আমি একটি নার্সারি প্রতিষ্ঠানে একুশ বছর শিক্ষিকাপদে নিযুক্ত থেকে বর্তমানে অবশ্য কাজটা ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু একুশটি বছর নার্সারি ক্লাসের সেই শিশুরা গল্প শুনতে চাইলে পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে শিশুদের গঠনমূলক গল্প শোনাতাম। এমনকি আমিও শুনতাম শিশুমনের অনেক খাপছাড়া গল্প। ওরা খুব আনন্দিত হত। শেষে বলি, হলদিবাড়ির অভিনব উদ্যোগ শিশুআলয়ে-র গল্পের আসর আরও প্রসারিত হোক।

মুক্তি দাস
সুভাষপল্লি, ফালাকাটা।

শব্দদূষণ দিনহাটায়

দিনহাটায় শব্দদূষণ ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। অনিয়ন্ত্রিতভাবে অধিক রাত পর্যন্ত মাইক বাজানো হচ্ছে। সংকীর্ণ স্থানে উচ্চ আওয়াজ খুবই পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে। এই বিষয়ে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

অমল মজুমদার
মদনমোহনপাড়া, দিনহাটা।

স্টেডিয়ামে এত মেলা কেন ?

প্রায় সবসময়ই রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে সরকারি-বেসরকারি কোনো না কোনো মেলা লেগেই থাকে। এতে উলটো দিকের জেলা ও সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে খুব অসুবিধা হয়। পরিবেশ দূষিত তো হয়ই, রাস্তায় যানজটের কারণে অ্যাম্বুলেন্সকে পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। আমি এব্যাপারে জেলা সমাহর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সামিম আখতার বানু
সোনাবাড়ি, মিরুয়াল, রায়গঞ্জ।

বইপাড়া

মুজনাই

মুজনাই দীপাবলি সংখ্যার বিষয় উত্তরবঙ্গ বা আরও সংক্ষেপে বলতে গেলে ডুয়ার্স। ডুয়ার্স কেন ? সম্পাদকের ভাষায় এ এমন এক আশ্রয় যাকে নিয়ে বলা বোধহয় কারোরই এক জীবনে শেষ হবে না, যার স্বাদ বারবার গ্রহণ করলেও মনে হয় অনাস্বাদিতই রয়ে গেল। সত্যিই, ডুয়ার্স এক অনবদ্য আকর্ষণ। এ সংখ্যায় শুরুতে রয়েছে ডুয়ার্সের বাঘ, ব্রজগোপাল ঘোষের লেখনীতে। তিনি লিখেছেন, ডুয়ার্সের বাঘ সাধারণত চিতাবাঘ। রয়াল বেঙ্গল টাইগার কদাচিৎ দেখা যায়। ডুয়ার্স বনজঙ্গল পরিবেষ্টিত ভূখণ্ড, এ অঞ্চলে বসবাসকারীর প্রতিনিয়তই বাঘের মোকাবিলা করতে তৎপর থাকে। কবির ভাষায় - 'বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি।' এ 'যুদ্ধ'-এর কিছু তথ্যও তুলে ধরা হয়েছে উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত খবর থেকে। প্রবন্ধটি চমৎকার। মাধুরী বরগাঁও শুনিয়েছেন আদিবাসী বড়োদের কথা। তনুশ্রী পালের গন্তব্য খয়েরখাল গ্রামের মা গোসানি ধাম। টোটোদের সাতকাহন উঠে এসেছে দিব্যেন্দু ভৌমিকের কলমে। কাকলি ভদ্র লিখেছেন ভাওয়াইয়া গান নিয়ে। ডুয়ার্সের চা শিল্প নিয়ে আলোকপাত করেছেন সুস্মিতা পালকুণ্ডু। এছাড়াও গল্পে, কবিতায়, স্মৃতিচারণায়, ভ্রমণ কাহিনিতে তুলে ধরা হয়েছে ডুয়ার্সকে। অনেকেই লিখেছেন। লেখকসূচি দীর্ঘ। ডুয়ার্স প্রেমীদের এসমস্ত লেখা মন ভরাবে নিঃসন্দেহে। মুজনাই হসপিটাল রোড বাইলেন, কোচবিহার থেকে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক শৌভিক রায়।

লোকায়ুধ

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা লোকায়ুধ। এ পত্রিকার নভেম্বর সংখ্যার বিষয় হল বাংলা সাহিত্যে শিশু চরিত্র। পরিকল্পনা অভিনব। প্রবন্ধগুলিও সুলিখিত। সংগ্রহযোগ্য পত্রিকা। রবীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সৃষ্ট সাহিত্য অধিক গুরুত্ব পেয়েছে আলোচনায়। এছাড়া গোয়েন্দা গোগোল, ভাই-বোনের গল্প আলোচনায় এসেছে। অন্যান্য নানা দৃষ্টিকোণ থেকেও বাংলা সাহিত্যের শিশু চরিত্রের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। লেখকসূচি দীর্ঘ। সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়েছে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপহার শিশু জগৎ। কিন্তু এমন কিছু ঘটছে যা সামগ্রিক প্রগতির সঙ্গে বেমানান। দেখা যাচ্ছে একমাসের কন্যাশিশুও ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। তাদের ওপর চলছে অত্যাচার। শিশুরা এক অসহায় জীবনযাপন করছে। তার চিত্র তুলে ধরে বলা হয়েছে, প্রতিটি শিশুই মূল্যবান। তাই নিজের সন্তানের পাশাপাশি সবার উচিত অন্য শিশুদের জন্যও সাধ্যমতো সাহায্য করা। আবেদন জানানো হয়েছে অন্য শিশুদের রক্ষা করুন। তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন পথে-ঘাটে-বাসে। মোট দশটি আবেদন রাখা হয়েছে সম্পাদকীয় নিবন্ধে। এ পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে অখিল ঘোষ যে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ। এই পত্রিকা প্রকাশিত হয় বাণেশ্বর, কোচবিহার থেকে।

কালিনী

কালিনী উৎসব সংখ্যায় নিবেদিতাকে নিয়ে বড়ো প্রবন্ধ লিখেছেন ড. আনন্দ গোপাল ঘোষ। 'ভারতবর্ষকে বিদেশি যাঁরা সত্যই ভালোবাসিয়া ছিলেন তাঁদের মধ্যে নিবেদিতার স্থান সবচেয়ে বড়ো'। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এ বক্তব্যের উল্লেখে প্রবন্ধকার নিবেদিতার কার্জন বিরোধিতার বিবরণ দিয়েছেন। লিখেছেন, লর্ড কার্জন ছিলেন এ বিশাল উপ মহাদেশের গভর্নর জেনারেল। তথা রাজপ্রতিনিধি। অন্যদিকে নিবেদিতা ছিলেন এক সাধারণ ব্রিটিশ নাগরিক। কিন্তু দুজনের লড়াই ভারতীয়দের জাতীয় আত্মমর্যাদাবোধকে এক নতুন পথের দিশা দিয়েছিল। পত্রিকায় আরও কিছু মূল্যবান প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। যেমন অশেষকুমার দাসের 'চেতনার চর্যাগীতি,' রাম অবতার শর্মার 'ভাষার বার্ধক্য নেই' ইত্যাদি। কবিতা বিভাগে রয়েছে প্রায় সত্তরটির মতো কবিতা। রয়েছে গল্প এবং অণুগল্প, মুক্তগদ্য ইত্যাদি। পত্রিকার সম্পাদক নিশিকান্ত সিনহা। পত্রিকা প্রকাশিত হয় নিউটাউন, ইসলামপুর থেকে।

বইপাড়াতে যাঁরা বই বা পত্রপত্রিকা পাঠাতে চান তাঁরা বইপাড়া বিভাগ, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, শিলিগুড়ি- এই ঠিকানায় পাঠাবেন।